সূত্রঃ ঢাআমি/জি.এস.-২৫০৪/২০১৬- তারিখঃ ১৫-০৫-২০১৬

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

বিষয়ঃ **ইসলামী শরীয়াভিত্তিক জাকাত প্রদান ও উপযুক্ত খাতে ব্যয়ের আহ্‌বান**।

মোহতারাম,

আস্‌সালামু-আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহে ওয়া বারাকাতুহু।

বাংলাদেশের দুঃস্থ ও দারিদ্র পীড়িত জনগণের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিগত ৫৮ বৎসর যাবত ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশনের ব্যাপকভিত্তিক সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে আপনি অবহিত আছেন। এ সকল কার্যক্রম পরিচালনায় বিগত কয়েক বৎসর যাবত আমরা আপনাদের সহৃদয় সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে থাকি। সে জন্য আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিগত বৎসর অর্থাৎ ২০১৫ সালে (গত রমজান মাসসহ) আপনাদের কাছ থেকে জাকাত বাবদ ১,৭৮,২৯,৬৯৬.০০ টাকা আমরা পেয়েছিলাম যা সরাসরি ব্যাংকে রক্ষিত স্বতন্ত্র হিসাবে (আহ্‌ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে) জমা হয়।

ঢাকা আহ্‌ছানিয়া মিশন জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত এ অর্থ ইসলামিক শরীয়া অনুযায়ী সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বায়তুল মোকাররাম মসজিদের মাননীয় খতিব সাহেবের নেতৃত্বে গঠিত শরীয়া কমিটির সার্বিক নির্দেশনায় ২টি সাব-কমিটির মাধ্যমে খরচ করা হয়। ৭ সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা সাহায্য (জাকাত) সাব-কমিটি এবং ৭ সদস্য বিশিষ্ট আর্থিক সাহায্য (জাকাত) সাব-কমিটি নিয়মিতভাবে প্রয়োজন অনুযায়ী সভায় মিলিত হয়ে যোগ্য সাহায্য প্রার্থীর আবেদন সম্পর্কিত বিশ্বাস যোগ্যতা যাচাই ও প্রকৃত আর্থিক চাহিদা নিরূপণ করে জাকাত তহবিল থেকে অর্থ সাহায্য প্রদান করে। বিগত ৩০.০৪.২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এ জাকাত তহবিল থেকে যে যে খাতে সাহায্য প্রদান করা হয়েছে এবং যাদেরকে এ সাহায্য প্রদান করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে আপনাদের সদয় অবগতির জন্য প্রদান করা হলোঃ

ক্রঃ নং	জাকাতের খাত	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	মোট কতজন এই সাহায্য পেয়েছেন
১	দুস্থ পরিবারের ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা সহায়তা প্রদান।	১৪,৯৫,৮৭৫.০০	১৮৪
২	দুস্থ রোগীর চিকিৎসা/অপারেশন।	৬,৭৪,০০০.০০	১০৭
৩	গরীব ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা।	৫৭,৪৭,০৩৭.০০	১,৫০১
৪	দুস্থ পরিবারের গৃহ মেরামত।	১,৫৯,০০০.০০	৫৩
৫	হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালনা (৫টি চিকিৎসা কেন্দ্র)।	১২,২৫,০০০.০০	১৯,৭১০
৬	ভিক্ষুক পুণর্বাসন কার্যক্রম।	১২,৯৪,০০০.০০	৬৯
৭	শিশু নগরী (পথ শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা ও উন্নত জীবন গঠন প্রশিক্ষণ)।	৪৮,২০,৫০০.০০	১৬০
৮	পাচার থেকে উদ্ধারকৃত নারী ও শিশুদের আশ্রয় ও পুণর্বাসন কেন্দ্র।	২,২০,০০০.০০	৩০
৯	দুস্থ পরিবারদের জন্য রাত্রি নিবাস কেন্দ্র পরিচালনা।	৮০,২৫০.০০	১৬১১
১০	এতিম ছেলে-মেয়েদের জন্য বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং চার বছর মেয়াদী প্রকৌশল/মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স।	৪,৫৩,৭৭৫.০০	০৮
১১	অনাথ ও গরীব পরিবারের মেয়েদের বিবাহে সহায়তা।	১,৪৩,৫০০.০০	১৫
১২	দুস্থ পরিবারকে স্বাবলম্বীকরণ।	৪৫,০০০.০০	০৯
১৩	বিবিধ আর্থিক সাহায্য।	১,৫৪,০০০.০০	৩৮
	সর্বমোট =	**১,৬৫,১১,৯৩৭.০০**	**২৩,৪৯৫**

অবশিষ্ট অর্থ যথাযথভাবে বিতরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সাহায্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দরখাস্ত এবং তাদের অর্থ প্রাপ্তির রশিদ আপনাদের সদয় অবলোকনের জন্য অত্র মিশনে রক্ষিত আছে। আপনাদের সকলের সাহায্য সহযোগিতায় বিপুল সংখ্যক দুঃস্থ পরিবারকে সাহায্য করতে পারায় আপনাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সাথে সাথে আপনাদের সময় সুযোগ অনুযায়ী অত্র কর্মকান্ড পরিদর্শনের জন্য আপনাদেরকে আমরা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আমরা এখন অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, সম্প্রতি আমরা জাকাত তহবিলে প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা ভিক্ষুক পুণর্বাসন কার্যক্রম শুর করেছি। ফেব্রায়ারী ২০১৫ তে শুরু হওয়া এ কার্যক্রমে আমরা এ পর্যন্ড় ৬৯ জনকে ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছি এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে অনেকটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। ভিক্ষুক পুণর্বাসন কর্মসূচীর আওতা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা নেয়া হচ্ছে ।

আমাদের আরেকটি উদ্যোগ এতিম ও অসহায় পরিবারের কিশোর-কিশোরীদের মিশন পরিচালিত কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার অনুমোদিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা কোর্স সমাপ্ত করে চাকুরির ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের আত্মনির্ভরশীল করা। এছাড়াও এতিমখানায় প্রতিপালিত মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করে জীবনে সুপ্রষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে তাদেরকে চার বছর মেয়াদী প্রকৌশল/মেডিকেল টেকনোলজি ডিপ্লোমা কোর্স সমাপ্ত করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের শহরে বন্দরে হাজার হাজার শিশু ভাসমান জীবন কাটাতে বাধ্য হয়। এ অগনিত হতদরিদ্র পথ শিশুরা কোন দিনই যথাযথ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে নিজেকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে পারেনা। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন তাই ১০,০০০ (দশ হাজার) দরিদ্র পথ শিশুদের আহার-বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম ও স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে একটি শিশু নগরী তৈরী করার কাজ শুরু করেছে। এই শিশু নগরিতে ১০টি শিশু গ্রামে প্রতিটিতে ১,০০০ শিশুর স্বাবলম্বী করার ব্যবস্থা থাকবে। এ লক্ষ্যে পঞ্চগড় জেলায় ৩২৫ বিঘা জমি ক্রয় করা হয়েছে এবং প্রথম শিশু গ্রামটির নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে সেখানে ১৬০ জন শিশু বসবাস করছে। জাকাত তহবিলের কিছু অংশ এসব শিশুদের বার্ষিক ভরণ-পোষণে ব্যয় করা হয়।

বিগত বৎসরের মত এ বৎসরেও আপনাদের জাকাত/এককালীন দান অত্র মিশনের জাকাত তহবিলে প্রদানের জন্য আপনাদের কাছে আমরা বিনীত আবেদন রাখছি। আপনার প্রদত্ত জাকাত কোন্ কোন্ খাতে ব্যয় করতে হবে তা উল্লেখ করে **"আহ্ছানিয়া মিশন জাকাত ফান্ড" একাউন্ট # ১২১০০০৩৬৮২১, মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ধানমন্ডি শাখা** এর নামে ক্রসড চেক/ডিডি এর মাধ্যমে আপনি আপনার জাকাত আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন অথবা টেলিফোনে আমাদেরকে জানালে আমরা আপনার নিকট হতে উক্ত জাকাত/দান সংগ্রহ করতে পারবো। এছাড়াও আমাদের প্রধান কার্যালয়ে আপনার জাকাতের অর্থ সরাসরি জমা করতে পারেন অথবা মার্কেন্টাইল ব্যাংকের যে কোন শাখা থেকে সরাসরি আপনি উক্ত জাকাত একাউন্টে অর্থ জমা করতে পারেন। জাকাতের প্রতিটি অনুদান মিশনের অর্থ আদায়ের রশিদ বই এর মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানার প্রয়োজন হলে দয়া করে অত্র মিশনের উপ-পরিচালক, মোহাম্মদ আবদুল হাই (মোবাইল নং- ০১৫৫২৪৬২৭৩৮) অথবা জনাব মোঃ শামছুল হক (ফোন নং- ০১৭৬৮৪৬৬৭২৩, ৯১৩৪৯১৯) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

এছাড়াও আপনাদের কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকলে অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন এবং আমরা তা বিবেচনায় আনবো। পরিশেষে আপনাদের সকলের সহযোগিতার জন্য আবারো মিশনের পক্ষ হতে অসীম কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জাকাত প্রদানের নিয়মাবলী সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য অত্র মিশন পরিচালিত ওয়েবসাইট **http//www.ahsaniazakatfund.org.bd** তে দয়া করে দেখতে পারেন।

আপনার এবং পরিবারের সবার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ও সুস্থতা কামনা করছি।

আল্লাহ্ হাফেজ।
নিবেদক,

(কাজী রফিকুল আলম)
সভাপতি